১৬/৮/২০০০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫.....

কলেজ গভর্নিং-বডি পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির চাতুরী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সারাদেশের সাড়ে ১২ শতাধিক ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডি পরিবর্তনে অহেতুক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টির জন্য ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য চাতুর্যপূর্ণ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। গভর্নিং বডির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য পদে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের (আওয়ামী লীগ দলীয়) তিনি এখনো সরাসরি প্রত্যাহার

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি'র চাতুরী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

করেননি। সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ সভাপতি ও বিদ্যোৎসাহী সদস্যকে তিনি এ সংক্রান্ত কোন চিঠিও দেননি। প্রত্যাহারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভিসি রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সরাসরি প্রত্যাহার না করে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের কাছে পেছনের তারিখ দিয়ে একটি চিঠি জারির মাধ্যমে তাদের প্রত্যাহারপূর্বক সভাপতির দায়িত্ব নিতে বলেছেন। সুকৌশলে সময়ক্ষেপণের এই চিঠির ফলে এখন নয়া জটিলতা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য কলেজগুলোর গভর্নিং বডি পরিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দেয়া নির্দেশ লংঘন করলে গত ৯ আগস্ট এ সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবে একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়। ঐ রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ভিসি ঐদিন তড়িঘড়ি করে ৮ আগস্টের অর্থাৎ পেছনের তারিখ দিয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন (স্মারক নং জাতীঃ বিঃ/ ভিঃ দঃ/ ২০০১/১৯৭)। প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হয় সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে। এতে গভর্নিং বডিতে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকলে তাকে প্রত্যাহারের কথা বলা হয় এবং এ ধরনের শূন্য সভাপতির পদটির

দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ডিসি বা কমিশনারকে নির্দেশ দিয়ে অপর রাজনৈতিক সদস্যদের স্থলে সরকারী কর্মকর্তা বা বেসরকারী নির্দলীয়-নিরপেক্ষ নতুন ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করে পাঠাতে বলা হয়। অথচ এই প্রত্যাহার যাদের জন্য সেই গভর্নিং বডির সভাপতি বা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের অধিকাংশকেই কোন চিঠি দেয়া হয়নি। ফলে তারা বহাল তবিয়তে এখনও স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কারণ কমিশনার বা ডিসিদের কোনই ক্ষমতা নেই তাদের প্রত্যাহার করার কিংবা নিজ উদ্যোগে দায়িত্ব নেয়ার। এ বিষয়টি ভিসিও ভাল করেই জানেন। সব জেনেশুনেই তিনি সুকৌশলে এই প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। অথচ সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডির সভাপতি বা কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে প্রত্যাহারের কোন প্রজ্ঞাপনই জারি করা হয়নি। এর ফলে ওই রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ক্ষমতাও ছাড়ছেন না। কারণ তাদের প্রত্যাহারের কোন চিঠি তারা ভিসির কাছ থেকে এ পর্যন্ত পাননি।

গত মঙ্গলবার পর্যন্ত সাড়ে ১২শ' কলেজের মধ্যে মাত্র শ'খানেক কলেজে ঐ চিঠির কপি দেয়া হয়েছে। তাও যেখানে কেবল সাবেক এমপিরা ছিলেন। আওয়ামী লীগ দলীয় অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কোন চিঠি দেয়া হয়নি। যেহেতু ভিসিই তাদের সরাসরি নিয়োগকর্তা এবং দেশের কোথায় কোন কলেজের গভর্নিং বডিতে কোন্ রাজনৈতিক দলের কাকে সভাপতি পদে বসানো হয়েছে তার নাম-ধাম, রাজনৈতিক পরিচয়সহ পূর্ণ তালিকা ভিসির দফতরে রয়েছে। কিন্তু ভিসি বিভাগীয় কমিশনার ও ডিসিদের কাছে এমনভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন, যা পড়ে মনে হবে ডিসি ও কমিশনাররাই গভর্নিং বডির সভাপতি নিয়োগ করেছেন এবং কাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা কেবল তারাই জানেন। আওয়ামী লীগ উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ভিসি দুর্গাদাস এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

এদিকে ৯ আগস্টে জারি করা এই চিঠি ওইদিন কেবল ৪/৫ জন ডিসি ও কমিশনারের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত সারাদেশে মাত্র ২০/২২ জন ডিসি ও কমিশনারের কাছে পাঠানো হয়েছে এ চিঠি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কেউই এ চিঠি পাননি। অবশিষ্টদের কাছেও চিঠিটি এভাবে ধাপে ধাপে কতদিনে পাঠানো হবে তা জানা যায়নি। ভিসির ধানমন্ডিস্থ অফিসের আশপাশের কোন কলেজ কর্তৃপক্ষই এ ধরনের কোন চিঠি পাননি বলে জানিয়েছেন। তাছাড়া এ বিষয়ে কয়েকজন ডিসির সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা ওই চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী কোন গভর্নিং বডির সভাপতিকে প্রত্যাহার করতে গেলে বা তার কথিত শূন্য পদের দায়িত্ব নিতে গেলেই ঐ সভাপতি মামলা করবেন। এ মামলায় তারা জিতবেনও। ইতোপূর্বে সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর এলাকা যশোরের মনিরামপুরে এ ধরনের সভাপতি পরিবর্তনের একটি মামলায় জেলা প্রশাসন হেরে যায়। সুতরাং সব জেনেশুনেই জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা সৃষ্টির এবং কালক্ষেপণের মাধ্যমে গভর্নিং বডির রাজনৈতিক সদস্যদের আগামী নির্বাচন পর্যন্ত বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই ভিসি দুর্গাদাস এটি করেছেন। একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, ভিসি দুর্গাদাস সকল গভর্নিং বডির সভাপতিকে টেলিফোনে দায়িত্ব না ছাড়ার জন্যও পরামর্শ দিয়েছেন। তাছাড়া সরাসরি চিঠি না পেলে কোন সভাপতি বা সদস্য ডিসির কথায় দায়িত্ব ছাড়বেনও না এবং ডিসিরাও জোরপূর্বক দায়িত্ব নিতে যাবেন না। এদিকে ভিসি যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন তার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকেও অপমান করা হয়েছে। কেননা একই বিষয়ে ৩১ জুলাইয়ের সিন্ডিকেটে "কোন গভর্নিং বডির সভাপতি বা সদস্যের পদ সরকারের নির্দেশে শূন্য হবে না" মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং তা পরদিন চিঠি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানানোর পর আবার ৯ আগস্ট ভিসি কোন সিন্ডিকেট সভা ছাড়া একাই এ বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেন। এতে সিন্ডিকেট সদস্যরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ও অপমানিত হয়েছেন।